মেহেরপুরের কুতুবপুরে আশুরা উপলক্ষে ঐতিহ্যবাহী মেলা ও তাজিয়া মিছিল

মেহেরপুরের কুতুবপুরে পবিত্র আশুরা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঐতিহ্যবাহী তাজিয়া মিছিল ও জাঁকজমকপূর্ণ মেলা। বছরের পর বছর ধরে এই দিনে মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর গ্রামে বসে এ মেলা, যা পরিণত হয়েছে একটি গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারক ও বাহকে।

স্থানীয়রা জানান, এক সময় এই দিনে গ্রামের মানুষ জামাই দাওয়াত করে খাওয়ানোসহ নানা রকম ভালো-মন্দ খাবারের আয়োজন করতেন। সেই ঐতিহ্য এখন অনেকটাই বিলুপ্ত হয়ে গেলেও যুগ যুগ ধরে চলতে থাকা মেলাটি আজও টিকে আছে পুরো আয়োজনের ভেতর দিয়ে।

মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত দর্শনার্থীদের উপস্থিতিতে জমে উঠে মেলার মাঠ। ফাঁকা জায়গা ভরে ওঠে দোকানপাটে, আর সেই দোকানগুলোতে ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যস্ত দর্শনার্থীরা।

মেলায় শিশুদের জন্য ছিল নাগরদোলাসহ নানা বিনোদনের আয়োজন। ছোট ছোট শিশুদের হাসি আর আনন্দ যেন এই মেলার প্রাণ।

তবে এবারে দিনভর বৃষ্টির কারণে কিছুটা হতাশা দেখা দেয় দোকানিদের মধ্যে। অনেকেই অভিযোগ করেন, প্রত্যাশামতো বেচাকেনা হয়নি।

দোকানি আফাস বলেন, সকাল থেকেই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি, লোকজন কম এসেছে। আগে যেভাবে বিক্রি হত, এবার তেমন হয়নি।

দোকানি আজম বলেন, আগের বছর যা বেচাকেনা করেছে সেই অনুযায়ী এই বছর অনেকটাই কম।

স্থানীয় বাসিন্দা আলগির বলেন, এই মেলা ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলছে আমার বাপ-দাদার আমল থেকেই দেখে আসছি। তবে এখনকার মেলাটা একটু কম মনে হচ্ছে। আমাদের সময়ে মানুষের যোগাযোগ যেমন ছিল, তাতে মেলা আরও জমজমাট হতো।

অন্যদিকে মেলা পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আয়োজন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এবং

দর্শনার্থীদের যেন কোনো সমস্যায় পড়তে না হয় সে জন্য নেয়া হয়েছিল পর্যাপ্ত প্রস্তুতি।

মেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক লালন বলেন, আমরা চেষ্টা করেছি সবকিছু সুশৃঙ্খলভাবে করতে। নিরাপত্তার জন্য সর্বত্রই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হয়েছে।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব কামরুল হাসানের গণসংযোগ

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে গণসংযোগ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আজ শনিবার সকাল ১০টায় মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার থেকে কলেজ মোড় পর্যন্ত এক বিশাল গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।

গণসংযোগ চলাকালে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, আমরা তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাঠে নেমেছি। যতদিন দেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হবে, ততদিন বিএনপির গণসংযোগ চলবে।

তিনি আরও বলেন, মানুষ ধানের শীষকে বিশ্বাস করে, কারণ ধানের শীষ মানেই জনগণের অধিকার, ন্যায়বিচার ও মুক্ত গণতন্ত্রের প্রতীক। জনগণ আমাকে ভালোবাসে এবং যখনই তাদের কাছে যাই, তারা বলেন ‘ধানের শীষ চাই’। এতে প্রমাণ হয়, আগামীর বিজয় ইনশাআল্লাহ ধানের শীষেরই হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ, সদস্য ইলিয়াস হোসেন, হাফিজুর রহমান হাপি, সাবেক পিপি অ্যাডভোকেট আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, ওমর ফারুক লিটন, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমল হোসেন মোল্লা মিন্টু, যুব মহিলা দলের সাংগঠনিক সম্পাদক রহমান আহমেদ, রোমানা আহমেদ, আলমগীরসহ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির

সদস্যবৃন্দ, যুবদল, ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবক দলসহ বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

জমির দখল নিতে প্রকৃত মালিকের বিরুদ্ধে ধইঞ্চা কাটার নাটক

৪০ বছরের ভোগ দখল করা জমি হঠাৎ অবৈধ দখল নিতে প্রকৃত মালিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা নাটক সাজিয়ে একটি চক্র। ধইঞ্চা কাটার অভিযোগা ও মিথ্যা মামলা দিয়ে জমি দখলের অপচেষ্টা চালাচ্ছে ওই চক্রটি।

তারা সাংবাদিক সম্মেলন করে জমির মালিককে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালিয়েছে। ঘটনাটি গাংনী উপজেলার নলগাড়ি মাঠে ঘটেছে।

এনিয়ে গতকাল শনিবার দুপুরে জমির উপর সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন জমির মালিক হেলাল উদ্দীন মাস্টার। এসময় তেরাইল, জোড়পুকুরিয়া ও দুলর্ভপুর গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে জমির মালিক হেলাল উদ্দীন বলেন, ১০১৫ দাগে আমার দাদার নামে ক্রয়সূত্রে ৫৫ শতক জমি রয়েছে। আমার দাদা জোড়পুকুরিয়া গ্রামের আহমেদ আলী, আবুল হোসেন, ইসমাইল হোসেন ও তাদের উত্তরসরিদের কাছ থেকে কেনেন। দীর্ঘ ৪০ বছর এই জমি আমরা ভোগ দখল করে আসছি। অথচ, পট পরিবর্তনের সাথে সাথে একটি দু:স্কৃতিকারীর দাবী করছে এই জমি তাদের।

প্রায় ৪০ বছর যাবৎ আমার দাদার ওয়ারিশ আমার বাবা ও চাচারা ভোগ দখল করে আসছেন। প্রতি বছরের ন্যায় এবছর ওই জমিতে সবুজ সার তৈরী করতে আমরা ধইঞ্চা বুনেছিলাম। কয়েকদিন আগে সেটা কেটে জমিতেই পচান দিয়েছি। আমরা কিছুদিনের মধ্যেই ধান লাগাবো। এর মধ্যে জোড়পুকুরিয়া গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে জিয়াউল হক, সেন্টু, জাহাঙ্গীর ও লাল্টু বলছে এই জমি আমাদের।

অথচ, বিগত ৪০ বছরের মধ্যে কোনোদিন তারা বলেনি এই জমি তাদের। আমরা এই জমিতে ধইঞ্চা বুনেছি ধান লাগাবো বলে। অথচ, এখন তারা

বলছে ধইঞ্চা তারাই লাগিয়েছে, আমরা রাতের আধারে কেটে দিয়েছি। মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে আমরাই ধইঞ্চা কেটেছি এজন্য আমাদের দৃষ্টান্তমুলক দাবী জানাচ্ছেন। আমার পৈত্রিক জমিতে অবৈধভাবে কয়েকজন সাংবাদিক এনে মিথ্যা তথ্য দিয়ে দুই বিঘা জমির ধইঞ্চা ক্ষেত কর্তনের অভিযোগ তুলেছেন। জমিটি তার দাবি করে দুই বিঘা জমির ধইঞ্চা আমরা কেটে দিয়েছি বলে দাবী করেন। যা মিথ্যা ও সাজানো নাটক। এই মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর জন্য দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবী জানাচ্ছি।

তবে, বেশ কয়েকজন পার্শ্ববতি জমির মালিক বলেন, আমরা ৩৫/৪০ বছর যাবৎ এই জমিটি হেলাল মাস্টার ও তাদের বাপ চাচাদের আবাদ করতে দেখেছি। তবে, তারা বলেন, জিয়াউল, লাল্টুসহ অন্যান্যরা এই জমির পাশের ১০১৩ দাগ ৭ শতক জমি পাবে। অথচ, তারা পুরো ৫৫ শতক জমি দখল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে এবং হেলাল মাস্টারদের বিরুদ্ধে ধইঞ্চা কাটার মিথ্যা নাটক সাজাচ্ছেন।

ভুক্তভোগী কৃষক হেলাল উদ্দীন অভিযোগ করেন, তেরাইল মৌজার আরএস খতিয়ান ১৫৭৫, দাগ নম্বর ১০১৩ দাগভুক্ত ৭ শতক জমি তার দাদা বাদল শেখের নামে রেকর্ডভুক্ত হয়েছে। কিন্তু ধইঞ্চার জমিটি ১০১৫ দাগে আমার বাবা ও চাচার জমি ৫৫ শতক। দীর্ঘদিন ধরে তারা আমরা এই জমি ভোগদখল করে আসছি। জমিটি নিয়ে বর্তমানে আদালতে একটি দেওয়ানি মামলা চলমান রয়েছে।

এবিষয় নিয়ে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বসে শালিস বৈঠক করেছেন। এনিয়ে মামলা রয়েছে।

এ বিষয়ে গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, “এখনো পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

মুজিবনগরের কোমরপুর থেকে ৬০

বোতল ফেন্সিডিলসহ একজন আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৬০ বোতল ফেন্সিডিলসহ তুষার আলী (২৮) নামের এক চিহিৃত মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে কোমরপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এস আই হারুনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম এ অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় তার কাছে থেকে দুটি মোবাইল ও নগদ দুই হাজার ৫শ টাকা করা হয়েছে। পরে জব্দকৃত ফেন্সিডিলসহ তুষার আলীকে মুজিবনগর থানায় হস্তান্তর করা হয়।

মুজিবনগর থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, আটক তুষারের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আটক তুষারের বিরুদ্ধে কোমরপুর গ্রামে মাদক ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ আছে। মাদক বিক্রি করে সে কোটি টাকার মালিক বনে গেছেন। অনলাইন জুয়ার চ্যানেল মালিকদের কাছে মাদক সরবরাহ করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। রিমাণ্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে এসকল তথ্য বেরিয়ে আসবে বলে স্থানীয়রা দাবী করেছেন।

গাংনীতে সেনাবাহিনীর অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

গাংনী উপজেলার পোড়াপাড়া-জুগিন্দা সড়কে সেনাবাহিনী ও পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে একটি ওয়ান শুটারগান উদ্ধার করেছে।

আজ শনিবার ভোররাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পোড়াপাড়া-জুগিন্দা সড়কের মাঝখানে একটি ইপিলইপিল বাগানে অভিযান চালিয়ে ওয়ান শুটারগানটি উদ্ধার করা হয়।

২৭ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির মেজর রাব্বি এবং গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল যৌথভাবে এই অভিযান

পরিচালনা করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করে জানান, নিয়মিত একটি টহল দল পোড়াপাড়া-জুগিন্দা সড়কে টহল দেওয়ার সময় অজ্ঞাত কিছু লোক সেনাবাহিনীর টিমকে দেখে দৌড়ে পালিয়ে যায়। পরে সেখানে পরিত্যক্ত অবস্থায় দেশীয় তৈরি ওয়ান শুটারগানটি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া অস্ত্রটি গাংনী থানায় জমা দেওয়া হয়েছে ।

মেহেরপুরে যৌথ অভিযানে ১৩০ গ্রাম হেরোইনসহ মা-ছেলে আটক

মেহেরপুর শহরের ওয়াদাপাড়া এলাকায় সেনাবাহিনী ও জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের যৌথ অভিযানে ১৩০ গ্রাম হেরোইনসহ মা- ছেলেকে আটক করা হয়েছে।

শনিবার (৫ জুলাই) সকালে পরিচালিত এ অভিযানে আটক হন মিয়াপাড়ার বাসিন্দা নুরুন্নবীর স্ত্রী শিখা খাতুন (৪৫) এবং তার ছেলে জাহিদ (২৫)।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বিদ্যুৎ বিহারী নাথ জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শিখা খাতুনের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ১৩০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১০ লাখ টাকা। অভিযানে মাদক বিক্রির নগদ ৬২ হাজার ৮৩০ টাকা এবং দুটি ডিজিটাল ওজন পরিমাপক নিক্তিও জব্দ করা হয়।

অভিযানের সময় মাদক মামলার প্রধান আসামি মিয়াপাড়ার লুৎফর রহমানের ছেলে নূর নবী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

পরিদর্শক বিদ্যুৎ বিহারী আরও জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক মা-ছেলে হেরোইন বিক্রির সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে

মেহেরপুর সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনীতে আইবিডব্লিউএফ’র ব্যবসায়ী সম্মেলন ও কমিটি গঠন

মেহেরপুরের ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টস বিজনেসম্যান ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন (আইবিডব্লিউএফ) এর গাংনী উপজেলা ও পৌর শাখার দ্বিবার্ষিক ব্যবসায়ী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলন শেষে গাংনী উপজেলা ও পৌর শাখার দ্বিবার্ষিক কমিটি গঠন করা হয়।

আজ শনিবার সকালে গাংনী আলেয়া মাদ্রাসা হলরুমে এ সম্মেলন ও কমিটি গঠন অনুষ্ঠিত হয়।

পেশাজীবী সংগঠন আদর্শ শিক্ষক পরিষদের গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি মাওলানা আবুল হাসেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন আইবিডব্লিউএফ’র যশোর ও কুষ্টিয়া জোনের পরিচালক আব্দুল মতিন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমির ও জামায়াত মনোনীত মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দীন খান, মেহেরপুর-২ আসনের প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের শূরা সদস্য নাজমুল হুদা, পেশাজীবী সংগঠনের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি অধ্যক্ষ আল আমিন ইসলাম বকুল এবং আইবিডব্লিউএফ’র জেলা শাখার সভাপতি খালিদ সাইফুল্লাহ প্রমুখ।

সম্মেলন শেষে ফকির মোহাম্মদকে সভাপতি ও হাসান সাঈদ সরোয়ারকে সাধারণ সম্পাদক করে গাংনী উপজেলা কমিটি এবং মনিরুল ইসলামকে সভাপতি ও আবদুস সালামকে সম্পাদক করে পৌর শাখার আইবিডব্লিউএফ কমিটি গঠন করা হয়।

এ সময় গাংনী উপজেলা ও পৌর এলাকার প্রায় দেড় শতাধিক ব্যবসায়ী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted] Bangladesh Cyber Defense [redacted] CyberSentinel – IT[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ব্ল্যাকমেইলের মতো সাইবার অপরাধের শিকার হচ্ছেন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এসব থেকে বাঁচতে হলে সাধারণ মানুষকে সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কিত জ্ঞান দিতে হবে। আছিম- এ বিষয়ে বলেন, “অনেকেই জানেন না, কীভাবে একটি ম্যালওয়্যার, একটি লিংক, বা একটি হ্যাকিং অ্যাপস আপনার জীবন দুর্বিষহ করে তুলতে পারে। আমরা এই অজ্ঞানতাকেই দূর করতে চাই।”

দেশের জন্য কিছু করার তীব্র ইচ্ছাশক্তি ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে “আছিম হোসেন লিয়ন” আজ দেশের তরুণ সমাজের জন্য একটি দৃষ্টান্ত। তার নিরলস পরিশ্রম, একাগ্রতা এবং দেশপ্রেম ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সাইবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রাখবে-এমনটাই প্রত্যাশা সংশ্লিষ্ট সকলের।

গাংনী হাসপাতালের তদন্ত প্রতিবেদন জমা হবে আজ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের রোগীদের পরীক্ষা-নিরিক্ষার জন্য বিভিন্ন ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে পাঠানোর অভিযোগে একটি গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় তদন্ত কমিটি গঠণ করেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

সে প্রতিবেদন আজ শনিবার জমা দেওয়া হবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে। গত ২৯ জুন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সুপ্রভা রাণী মেহেরপুর সিভিল সার্জনের নির্দেশে এ কমিটি কমিটি গঠণ করেন।

হাসপাতালের জুনিয়র কনসালটেন্ট (শিশু) হাবিবুর রহমানকে সভাপতি করে ৩ সদস্যর কমিটি গঠণ করা হয়েছে। কমিটির বাকি সদস্যরা হলেন- জুনিয়র কনসালটেন্ট খোকন রেজা ও মেডিকেল অফিসার তাসমেরি খাইরুন নাহার। কমিটিকে চার কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।

তদন্ত কমিটির সভাপতি হাবিবুর রহমান মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, তদন্ত শেষ হয়েছে। আগামীকাল (আজ) শনিবার প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অধিকাংশ যন্ত্রপাতি বছরের পর বছর অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুষ্ঠু তদারকির অভাবে সরকারের বিনিয়োগের অপচয় হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষ সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অভিযোগ রয়েছে, রোগীদের প্রায় ৯৮ ভাগ পরীক্ষায় এখানে না করে চিকিৎসকের পছন্দের বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পাঠানো হয়। এসব কেন্দ্র থেকে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকেরা ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত কমিশন পান বলে অভিযোগ উঠেছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. মাসুদুর রহমান, মেডিকেল অফিসার ডা. ফারুক হোসেনসহ কয়েকজন চিকিৎসক নিয়মিত রোগীদের নিজেদের পছন্দের বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পাঠান।

এমনকি একজন চিকিৎসকের দাবি, কিছু চিকিৎসক এমন সব পরীক্ষা লিখে দেন যেগুলোর প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র কমিশনের জন্য।ভিটামিন ও সাপ্লিমেন্ট কিনুন সরেজমিনে দেখা গেছে, ডা. ফারুক হোসেন নিয়মিত রোগীদের ‘মোল্লা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে’ পাঠাচ্ছেন।

ওই ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কর্মীরা হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে রোগীদের সেখানে নেওয়ার কাজ করছেন। জানা যায়, ডা. ফারুক হোসেন অবসরে গিয়ে ওই প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত চেম্বার করেন।

মুজিবনগরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ০২

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বিশেষ অভিযানে দুই আসামিকে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ।

জেলার মুজিবনগর থানা কর্তৃক পরিচালিত এ অভিযানের অংশ হিসাবে গত

বুধবার রাত ১২ টার পর হতে বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে ০১ জন নিয়মিত মামলার আসামী ও ফৌঃ কাঃ বিঃ ৫৪ ধারা মোতাবেক ০১ জন সর্বমোট ০২ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত আসামীরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার মানিকনগর মাদ্রাসা পাড়ার মৃত শাহজাহান মাষ্টারের ছেলে জাফর সাদেক (৩৮) এবং ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ থানার দুধরাজপুর গ্রামের কাজী আব্দুর রহমানের ছেলে মোঃ পারভেজ কাজী ওরফে রাব্বি (২২)।

গ্রেফতারের পর আসামিদেরকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জানিয়েছে, জেলার সার্বিক শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এ ধরনের বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে।